দৈনিক ইত্তেফাক

২৩/১২/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ... ৩....

বাংলাদেশে চিকিৎসা শিক্ষা, চিকিৎসার মান

অধ্যাপক ডাঃ এম, এ, মান্নান

১১ অক্টোবর, ০১ইং তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল ভার্সিটি থাকবে কি' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে ভয় জেগেছে। উন্নয়নশীল বাংলাদেশে চিকিৎসার মান এখনও জনগণের চাহিদা অনুপাতে উন্নতি লাভ করেনি।

শিক্ষাই উন্নতির চাবিকাঠি। যে দেশ যত শিক্ষিত সে দেশ তত বেশী উন্নত। জাপান, সিঙ্গাপুর, বৃটেন, আমেরিকা ও জার্মানীতে শিক্ষার হার ১০০% হওয়াতে সেসব দেশের জনগণ সব উন্নতির ফল ভোগ করছেন। ঐ সব দেশের স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও চিকিৎসার মান উন্নত, তাদের মান নিয়ে তারা গর্ববোধ করেন। ঐসব দেশ শিক্ষাকে বিজ্ঞান, অর্থ ও সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে পরিবর্তন, সংযোজন ও সংবর্ধন করছে। চিকিৎসা শিক্ষাকে সময় ও দেশ উপযোগী করে শিক্ষা দিয়ে দেশে চালু করা হয়। তাই তাদের স্বাস্থ্য নীতি দেশ ও সময় উপযোগী। বাংলাদেশ বৃটিশ কলোনীর অংশ ছিল, তাই তার সকল শিক্ষাই বৃটিশ নিয়মে চলে। তবে বৃটেন যত দ্রুত সময়, প্রয়োজনীয় অর্থ ও দেশ উপযোগী করে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে, ততটুকু বাংলাদেশে সম্ভব হয়নি। তাই সব শিক্ষাতেই বাংলাদেশ কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসার মান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বর্তমান চিকিৎসা শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হল।

এম. বি. বি. এস চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ও জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা নেয়া হয়। এম. ডি/ এম. এস ও অন্যান্য প্রিক্লিনিক্যাল ও প্যারাক্লিনিক্যাল, পোষ্টগ্রাজুয়েট ডিগ্রী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরীক্ষা নেয়া হয়। এফসিপিএস, তাত্ত্বিক শিক্ষা ও পরীক্ষা প্রশিক্ষণ বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস-এর অধীনে নেওয়া হয়। এফসিপিএস-এর যে প্রশিক্ষণ ও তাত্ত্বিক শিক্ষা দেয়া হয় ইহার এমডিওএমএম-এর প্রিক্লিনিক্যাল, প্যারাক্লিনিক্যাল ও ক্লিনিক্যালের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে পার্থক্য আছে। এমডি/এমএস-এর প্রি ও প্যারাক্লিনিক্যালের সব তাত্ত্বিক শিক্ষা ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে দেয়া হয় ও পরীক্ষা নেয়া হয়। যেমন এনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকলোজি ও প্যাথলোজি। চাকুরীতে তাদের নিয়োগ, শিক্ষা দেয়ার যোগ্যতা নিয়ে কোন বিশেষ সমস্যা হয়নি। সমস্যা দেখা দেয় ক্লিনিক্যাল পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষা ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নিয়ে।

বৃটিশরা তাদের দেশে প্রথমে এমবিবিএস ডিগ্রী দেয় যা প্রাথমিক চিকিৎসা ডিগ্রী হিসেবে স্বীকৃত এবং ওখানের অধিকাংশ এমবিবিএস চিকিৎসক সমাজে চিকিৎসা দেয়। এমবিবিএস চিকিৎসক যারা শিক্ষক বা বিশেষজ্ঞ হতে চান তাঁরা রয়েল কলেজ হতে এমআরসিপি বা এফআরসিএস পেশা ভিত্তিক সার্টিফিকেট নেন ও পরে বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ নেন ও বিশেষজ্ঞ হন। বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের বিষয়ভিত্তিক তাত্ত্বিক জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দীর্ঘ। তারা সমাজে আস্থা তৈরি করতে পারেন ও চিকিৎসার মান উচ্চ বলে বিশেষ স্থানে অবস্থান করছেন। আমেরিকা, বৃটেন, জাপান ও উন্নত বি
এ নীতি চালু। ঐসব দেশে এ জাতীয় নীতি নির্ধারণে পেশাভিত্তিক জাতী
এসোসিয়েশনের মতামত রয়েছে।

আমাদের দেশে এম. ডি ইউরোলজী বিশ্ববিদ্যালয় হতে দেয়া হয়। এফসিপিএ
ইউরোলজী কলেজ অব ফিজিশিয়ানস হতে দেয়া হয়। দু'জনই কিডনী রোগে
বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত ও তারা ইহা দাবী করেন। তাদের প্রশিক্ষণ ও ডিগ্রী দুই'রক
প্রতিষ্ঠান হতে দেওয়াতে তাদের জ্ঞান ও চিকিৎসার মান একই রকম হয় না। এ
নিয়ম বাংলাদেশে ইন্টারনেল মেডিসিন, কার্ডিওলজী, নিউরোলজী, নেফ্রোলজীস
সকল বিভাগ এবং শল্য চিকিৎসায়ও চালু।

চিকিৎসার মান সমান করতে হলে ঐসবের সমন্বয় অ
জরুরী। তাই এখন দরকার একই ডিগ্রীর পাঠ্যসূচ
পাঠ্যপ্রণালী ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ একই হওয়া যা বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজি
মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ হতে ইচ্ছুক যা
বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে হতে পারবেন। পেশা ভিত্তিক ডিগ্রী, এফসিপিএম যা কো
বিশেষজ্ঞ ডিগ্রী নয় ইহা কলেজ অব ফিজিসিয়ান এন্ড সার্জনস কর্তৃক প্রদত্ত হয়
বিশেষজ্ঞ হতে হলে এফসিপিএস পাসের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পড়াশুন
প্রশিক্ষণ ও নিয়ম মোতাবেক মূল্যায়নের পর বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন। এ
নিয়ম চালু হলে দেশে চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এক রকম হবে, চিকিৎসার মা
বাড়বে। জনগণের আস্থা ফিরে আসবে
মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকা
বিস্তৃতি লাভ করবে। গণপ্রজাত
বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মাননী
প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টায় ও উদ্যোগে আধুনি
চিকিৎসা শিক্ষা বিস্তারের জন্য চিকিৎস
সমাজের স্বপ্ন মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যাল
প্রতিষ্ঠিত হয় ও ইহার কর্মকা
বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ
বাংলার জনগণ উচ্চমানের চিকিৎ
পাওয়ার সুযোগ তৈরী ও ভবিষ্য
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত শক্ত হবে।

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি
মেডিক্যাল চিকিৎসক ও জনগণে
দীর্ঘদিনের দাবী। এই দাবী রাষ্ট্রপ
জিয়াউর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী খালে
জিয়ার সময়েও বিশেষভাবে আলোচনা
প্রতিষ্ঠালাভের দুয়ারে পৌঁছেও সফল
লাভ করে নাই। বর্তমান মেডিক্য
বিশ্ববিদ্যালয় আওয়ামী লীগের আম
প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও তাতে পরিবর্ত
পরিবর্ধন ও সংযোজনের অনেক সুযে
রয়েছে। পৃথিবীর সকল বিশ্ববিদ্যাল
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শিক্ষা ছা
স্নাতকোত্তর চিকিৎসায় উন্নতমানের হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ, স্নাতকো
শিক্ষার্থীরা স্নাতক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়াই হলো তাদের শিক্ষার একটি অঙ্গ। শি
প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সাময়িক যে অসুবিধা তা সময়ের স্রোতে এবং আলোচন
মাধ্যমে সমাধা করা খুবই সহজ।

চিকিৎসার মান সমান করতে হলে ঐসবের সমন্বয় অতি জরুরী। তাই এখন দরকার একই ডিগ্রীর পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপ্রণালী ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ একই হওয়া যা বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ হতে ইচ্ছুক যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে হতে পারবেন। পেশা ভিত্তিক ডিগ্রী, এফসিপিএম যা কোন বিশেষজ্ঞ ডিগ্রী নয় ইহা কলেজ অব ফিজিসিয়ান এন্ড সার্জনস কর্তৃক প্রদত্ত হয়। বিশেষজ্ঞ হতে হলে এফসিপিএস পাসের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পড়াশুনা, প্রশিক্ষণ ও নিয়ম মোতাবেক মূল্যায়নের পর বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন। এই নিয়ম চালু হলে দেশে চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এক রকম হবে, চিকিৎসার মান বাড়বে। জনগণের আস্থা ফিরে আসবে। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকান্ড বিস্তৃতি লাভ করবে।

লেখক ঃ সাবেক সভাপতি; বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সি